প্রথম আলো

তারিখ ... 4 FEB 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

বই সংকট : দায়ীদের চিহ্নিত করতে গোয়েন্দাদের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

প্রকাশক ও মুদ্রাকরদের দাবি অনুযায়ী নিউজপ্রিন্টে মাধ্যমিকের বই ছাপা উন্মুক্ত না করে সরকার কঠোর অবস্থান নিয়েছে। বই সংকটের জন্য দায়ী ব্যবসায়ী ও এনসিটিবি কর্মকর্তাদের চিহ্নিত করতে র‍্যাবসহ গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে প্রকাশক ও মুদ্রাকরদের ৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে তৃতীয় কিস্তিসহ সব বই বাজারে ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, বই ছাপার কার্যাদেশ দেওয়াসহ সব প্রক্রিয়া বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার আগে হয়েছে। তাই বলে বিদ্যমান সংকটে সরকার চুপ করে বসে থাকবে না। দেশের লাখ লাখ ছেলেমেয়ের কথা চিন্তা করে বই সংকটের কারণ এবং এ ঘটনায় জড়িতদের খুঁজে বের করাসহ দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করা হবে।

সাংবাদিকদের এ কথা জানানোর আগে মন্ত্রী গতকাল মঙ্গলবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে পাঠ্যবই ছাপা ও বাজারজাতকরণের সঙ্গে জড়িত তিন সমিতির নেতা, পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতাদের প্রতিনিধি এবং র‍্যাবসহ গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক করেন। এ সময় শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠক শেষে বই ছাপার সঙ্গে জড়িত তিন সমিতির নেতারা হতাশা প্রকাশ করেন। তাঁরা বলেন, সংকট নিরসনে বই উন্মুক্ত করতে তাঁদের পরামর্শ উপেক্ষা করে উল্টো সংকটের দায়দায়িত্ব তাঁদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। সূত্র জানায়, যে প্রস্তাব নিয়ে ব্যবসায়ীরা বৈঠকে বসেছিলেন তার উল্টো

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

দায়ীদের চিহ্নিত করতে গোয়েন্দাদের নির্দেশ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ফল পেয়েছেন। এমনকি কাগজ সংকটের কারণে এবং দেরিতে কাগজ পাওয়ায় বই ছাপাতে দেরি হয়েছে—এমন বক্তব্যও মন্ত্রী সেভাবে আমলে নেননি।

জানা যায়, গতকালের পূর্বনির্ধারিত বৈঠকে প্রকাশক ও মুদ্রাকরদের প্রত্যাশা ছিল—বই ছাপা উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে। এর আগে বই ছাপার সঙ্গে জড়িত প্রকাশক ও মুদ্রাকরদের তিন সমিতি একযোগে ওই দাবিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং এনসিটিবিকে চিঠি দেয়। গত ২৮ জানুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি এবং ব্যবসায়ীদের উপস্থিতিতে এনসিটিবির কেন্দ্রীয় নজরদারি টিমের সভায় এ সংক্রান্ত প্রস্তাবও গৃহীত হয়।

গতকাল বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী সাফ জানিয়ে দেন, গত ৩১ জানুয়ারি তৃতীয় কিস্তির বই বাজারে আসার কথা থাকলেও তা আসেনি। ৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে এসব বই যেকোনো মূল্যে বাজারে ছাড়তে হবে। মন্ত্রী আরও বলেন, প্রথম ও দ্বিতীয় কিস্তির বইও সময়মতো বাজারে ছাড়া হয়নি। এ জন্য কার কতটুকু দায়দায়িত্ব, তা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান তিনি।

বৈঠক শেষে সংবাদ ব্রিফিংয়ে মন্ত্রী বলেন, বাজারে পর্যাপ্ত বই না আসার কারণে সংকট তৈরি হয়েছে। ব্যবসায়ীদের বলা হয়েছে, ৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে তৃতীয় কিস্তির সব বই বাজারে ছাড়তে হবে। তাঁরা এ বিষয়ে একমতও হয়েছেন। সংকটের জন্য দায়ীদের বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী জানান, কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে, তা সবাই জানতে পারবে।

গোয়েন্দা সূত্র জানায়, ইতিমধ্যে বই সংকটের কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে। কয়েকজন ব্যবসায়ী ভর্তুকির মূল্যে এনসিটিবির কাছ থেকে কাগজ নিয়ে বই ছাপাননি বলে তথ্য পাওয়া গেছে। এ ছাড়া পাঠ্যবইয়ের সংকট তৈরি করে নোট-গাইড গছিয়ে দেওয়ার অভিযোগও রয়েছে। এমনকি প্রকাশক ও পাইকারি বিক্রেতাদের কেউ কেউ খুচরা বিক্রেতাদের কমিশন কম দিয়ে নৈরাজ্য তৈরি করেছে মর্মে তথ্য-প্রমাণ গোয়েন্দাদের হাতে এসেছে।

গতকালের সভায় শিক্ষাসচিব সৈয়দ আতাউর রহমান, অতিরিক্ত সচিব মো. মোজাম্মেল হক খান, এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. মহিব উদ্দিন, র‍্যাব সদর দপ্তরের গোয়েন্দা শাখার পরিচালক লে. কর্নেল মো. আব্দুল মজিদ, র‍্যাব-১০-এর পরিচালক এস এম কামাল হোসেন, পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সভাপতি আবু তাহের, মুদ্রণশিল্প সমিতির চেয়ারম্যান রব্বানী জব্বার ও সাধারণ সম্পাদক কাজী আব্দুল ওদুদ এবং পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিপণন সমিতির সভাপতি তোফায়েল খান উপস্থিত ছিলেন। আর ব্যবসায়ী নেতাদের মধ্যে ওসমান গনি, এস এম মোহসীন, শহীদ সেরনিয়াবাত, কামরুল হাসান শায়ক, আবুল কালাম স্বপন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মাধ্যমিক স্তরের ৭৬টি বইয়ের দুই কোটি ৬০ লাখ ২৪ হাজার কপি তিন কিস্তিতে ছাপানোর চুক্তি করা হয়। প্রথম কিস্তির ১৪টি বইয়ের ৯৪ লাখ কপি ৬ জানুয়ারি, দ্বিতীয় কিস্তির ৩৮টি বইয়ের ৯০ লাখ কপি ১৫ জানুয়ারি এবং তৃতীয় কিস্তির ২৪টি বইয়ের ৭৬ লাখ কপি বাজারজাতকরণের যে নির্ধারিত সময় ছিল, তা অনুসরণ করা হয়নি।